হাতে হাত ধরে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে
ব্যাকরণ - সিদ্ধ শব্দ, বাক্য, পদাবলী।
চোখের সম্মুখে কোন উন্মুক্ত সড়ক,
আচম্বিত বাঁক কিম্বা চড়াই - উৎরাই
দূরে থাক, ঝরের মায়াটুকু নেই
বরং, বস্তুর চাপে ক্রমে আরো
ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে বৃত্তের পরিধি।
উপর থেকে নেমে আসছে এক
আলো অন্ধকারহীন ধাতব আকাশ।
এত সতর্কতা। তবু স্বস্তি নেই ভাষার অন্দরে,
মাঝে মাঝে পায়ের তলায় মাটি
কেঁপে উঠলে টের পায় গোপনে
চলেছে অন্তর্ঘাত। কোথাও উন্মুক্ত হচ্ছে
গুপ্ত ক্ষতমুখ, কখনো কখনো
শরীরী লবণের ঘ্রাণ ভেসে আসে
অবাধ্য বাতাসে, অন্ধ আকাশের গায়ে
স্ফুলিঙ্গের অক্ষরে অক্ষরে ফুটে ওঠে
ভবিষ্যৎ বিপন্নতা। তারপর একদিন
প্রাচীরের পার থেকে শোনা যায় ভরা
কোটালের ডাক। ভাষাবিদ্, শাস্ত্রী,
বাচস্পতি, রাগে, হতাশায় চুল ছেঁড়ে,
অভিশাপ দেয় শুধু
বোঝে না সাগর নয়, কবির আহ্বানে
বস্তুর জড়ত্ব ভেঙে জেগে উঠছে
শব্দের জঙ্গম।

গৌতম ভট্টাচার্য